দৈনিক ইনকিলাব

ইসলামী যুগে নারী শিক্ষা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ঘরে পড়াত। যেমন– ঈসা বিন মিসকীন (মৃত ২৭৮ হিঃ) জোহর পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াতেন। তারপর নিজের মেয়ে, ভ্রাতুষ্কন্যা ও নাতিনদের কোরআন শরীফ ও অন্যান্য বিষয় পড়াতেন।" বিখ্যাত কবি আল-আ'শা নিজের মেয়েকে এভাবে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলেছেন যে, তিনি তার সদ্য রচিত কবিতা মেয়ের কাছে পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতেন এবং তার পর্যালোচনা ও সমালোচনার ওপর তিনি বিশেষ আস্থাশীল হতেন।

অনেক সময় উচ্চ পরিবারে এবং শাহী মহলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করা হত। ঘরের চৌহদ্দিতে থেকেই মেয়েরা সেকালে ব্যুৎপত্তি, পাণ্ডিত্য ও উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে আইন ও দর্শনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

মুসলিম মহিলারা শুধু ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়; বরং ইসলামী ঐতিহাসিক কর্ম তৎপরতায়ও যুগপৎ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে– ৭৩ হিঃ সনে হাজ্জাজের সেনাবাহিনী হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরকে পরাজিত করেছিল। তাঁর অধিকাংশ সমর সঙ্গী (যারা প্রায় গোত্রপতি ছিল) অস্ত্র ফেলে দিল। হযরত আবদুল্লাহর মনের ঈশাণ কোণে যখন নৈরাশ্যের ঘনঘটা ছেয়ে পড়ল তিনি তার মা জননী আসমা বিনতে আবু বকরের (রাঃ) কাছে গেলেন। তখন তাদের মধ্যে কথোপকথন হল ঃ

ইবনে যুবাইর ঃ আম্মা! আমার সঙ্গীরা আমার সাথে প্রতারণা করেছে। এখন মাত্র কিছু লোক আমার সাথে আছে। তারাও যে কোন সময় সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে। আমি যদি পরাজয় মেনে নি প্রতিপক্ষ আমার শর্তগুলো গ্রহণ করে নিবে। দয়া করে আমাকে পরামর্শ দিন।

মা ঃ বাবা! আমার চেয়েও তোমার অবস্থা তুমি ভাল জানবে। তুমি সত্যই যদি বিশ্বাস কর যে, তুমি বেদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ করছ, তাহলে যতক্ষণ জান থাকবে ততক্ষণ লড়তে থাক। বনি উমাইয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করো না। যদি তোমার পার্থিব কোন স্বার্থ থাকে তাহলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন প্রাণী হতে পারে না। তুমি তুচ্ছ একটি বিষয়ের জন্য নিজেকে এবং সঙ্গীদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছ। বন্ধুদের দুর্বলতার কারণে হাতিয়ার ছেড়ে দিও না। এটা সাহসী মানুষের আদর্শ নয়। শুনে রাখ– তোমার বন্ধুরা যে উদ্দেশ্যে রক্ত দিয়েছে সে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জিহাদ চালিয়ে যাও। যতক্ষণ শাহাদাত বা সাফল্য অর্জিত না হয়।

আবদুল্লাহ ঃ মা, আমার ভয় হচ্ছে। শামবাসীরা আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিবে আর আমার লাশ টুকরা টুকরা করে ছিটিয়ে দিবে।

মা ঃ বাবা, বাঘ যখন জবেহ হয়ে যায় তখন খাল খসানোর জন্য ভয় পায় না।

এখানে আমরা একজন মহীয়সী ও বিদুষীর প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও মতামত শুনতে পেলাম। তাঁর এ বক্তব্য হক পন্থীদের সাহস যোগাবে যুগে যুগে।

ধীরে ধীরে যখন তাহজীব-তমদ্দুন বিকশিত হতে থাকল মুসলিম রমণীরা শিক্ষা-সংস্কৃতির নানা শাখায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে থাকল। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ের মুসলিম নারীদের অসাধারণ কৃতিত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

দীনিয়াত ঃ ইসলামী যুগে হাদীস-ফেকাহ নারীদের বিশেষ পছন্দের বিষয় ছিল বলে অনুমিত হয়। বিভিন্ন সময়ে মুহাদ্দিস ও

জন্য এক ধরনের সার্টিফিকেট দেয়া হত। বাচ্চারা যেন চেষ্টা-শ্রমের মাধ্যমে এ ধরনের সনদ অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং পড়াশুনায় মনোযোগী হয়।

(৬) সবচেয়ে একজন উল্লেখযোগ্য রমণীর নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যার দরসে প্রায় পাঁচশ' ছাত্র অংশ নিত। তিনি আবুল খায়ের আল আকতা'র মাতামহ আনীদা।

এখানে সেসব মহিলাদের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাদের শিক্ষায় গড়ে উঠেছে খ্যাতনামা অনেক উলামা-মাশায়েখ, বিখ্যাত ইতিহাসবিদ খতীব বোগদাদী করীমা বিনতে আহমদ মিরওজীর নিকট সহীহ বোখারীর পাঠ নিয়েছিল, আলী বিন আসাকেরের শিক্ষকদের মধ্যে ৮০ জন মহিলা শিক্ষিকা ও ছিল। গ্রানাডার আবু হায়য়ান তার শিক্ষকদের তালিকায় ৩ জন মহিলার নামোল্লেখ করেছেন। তারা হলেন– যীনাসা বিনতে মালিক কামেল, শামিয়া বিনতে হাফেজ ও যায়নব বিনতে আব্দুল লতীফ বোগদাদী। বিখ্যাত বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতাকে দু'জন বিশিষ্ট নারী আয়েশা বিনতে মুহাম্মদ ও যায়নব বিনতে কামালুদ্দিন উৎসাহমূলক সনদ দিয়েছিলেন।

সাহিত্য ঃ ইসলামী যুগে অনেক মহিলা কবিতা ও বক্তৃতায় সমকালীন যুগের পুরুষদের সমকক্ষ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের নাম পেশ করা হল ঃ

নজর বিন হারিছ হিজরতের পূর্বে নবী করীম (সাঃ)-কে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত। বদর যুদ্ধে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং হত্যা করা হয়। তখন তার বোন কতীলা এক মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করল। তা শুনে নবী (সাঃ) বললেন, এ কবিতা যদি সে জীবিত থাকাবস্থায় শোনানো হত তাহলে অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হত।

প্রখ্যাত কবি ফরযদকের স্ত্রীর সাহিত্যে এত প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য ছিল যে, ফরযদকও তার চিরপ্রতিপক্ষ কবি জরীর সে মহিলার কাছে ফয়সালার জন্য যেত। উভয়ের কবিতার ব্যাপারে মহিলার সিদ্ধান্ত ছিল যে, উচ্চ শ্রেণীর কবিতায় উভয়ে সমান তবে নিচুস্তরের কাব্যে জরীরের কবিতা তার স্বামী ফরযদকের চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ।

Seville-র অধিবাসী সফিয়্যা বক্তৃতা ও কবিতায় বিশেষ সম্মানজনক স্থানের অধিকারী ছিলেন। হস্তলিপিতেও বিজ্ঞ ছিলেন। তার হাতের লেখার সকলেই প্রশংসা করত। তিনি অভিজ্ঞ হস্তলিপিকারদের জন্য ছিলেন আদর্শ।

যিয়াদের কন্যা যয়নব ও হাসীদা অত্যন্ত উঁচু মাপের কবি ছিলেন। সাহিত্য ও জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় তাদের যথেষ্ট দখল ছিল। তারা উভয়ে আবার সুন্দরী, বিত্তশালী ও রুচিশীলাও ছিলেন। জ্ঞানের পিপাসা তাদেরকে জ্ঞানীদের দলে আকর্ষণ করেছে। তবে তাদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ ছিল নারীদের মতই পবিত্র ও বিনম্র।

মরিয়াম বিনতে আবু ইয়াকুব আনসারী বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যের শিক্ষিকা ছিলেন। তার দরস জ্ঞানপিপাসু মহিলাদের জন্য ছিল বিশেষত।

বেদানিয়া তার শিক্ষক আবুল মুতয়ব আব্দুল মান্নান থেকে পড়েছিল। কিন্তু জ্ঞানে শিক্ষককেও পেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি মুবাররদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কামিল' এবং আল-কালী বিরাতে অনন্য গ্রন্থ 'আল-নাওয়াদের'র উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি prosody বা ছন্দশাস্ত্রে স্বীকৃত একজন পণ্ডিত ছিলেন।

গ্রানাডা নিবাসী হাফসা তার ভদ্রতা, সৌন্দর্য